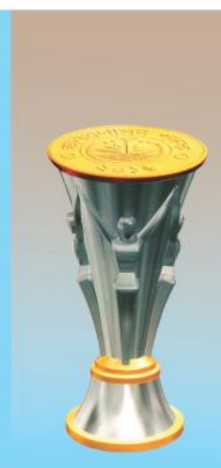

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৭

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ ২৩ জুলাই ২০১৭

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর, তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে আমি প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দিবসটি উপলক্ষে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী ধারণাকে কাজে লাগিয়ে নাগরিক সেবা সহজীকরণের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি পদকপ্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সিভিল সার্ভেন্টগণ সরকারি কার্যসম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সংবিধানের আলোকে সিভিল সার্ভিস মূলত বিবিধ আইন-কানুন, বিধি-বিধান, পরিপত্র, আদেশ-নিষেধ দিয়ে পরিচালিত। ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকার বর্তমান সিভিল সার্ভিসে যুগের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রশাসন এখন উন্নয়নমুখী, জনকল্যাণমুখী। এখন আর নিজেদেরকে জনগণের শাসক ভাবার কোনো অবকাশ নেই। মানুষ সিভিল সার্ভেন্টদের কাছে সুশাসন ও সেবা আশা করে। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে নাগরিক সেবা সহজ, সুলভ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে। যার কাছে যেটুকু সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেটুকু সঠিক ও সর্বোত্তমভাবে নাগরিকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রদান করাই সিভিল সার্ভেন্টদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

সরকার সিভিল সার্ভিসকে জনবান্ধব ও জনকল্যাণমুখী করতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, যথাসময়ে পদোন্নতি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ জনপ্রশাসনে গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ জনমুখী প্রশাসন সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সরকার দেশকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে সরকারের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য একটি দক্ষ, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও কার্যকর জনপ্রশাসন প্রয়োজন। বর্তমানে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতি চালু হয়েছে। উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী টিমসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ বিভিন্ন প্রকল্পে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে একটি অনুসরণীয় উদ্ভাবনী সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

ভবিষ্যতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে সেবা আরও সহজ ও উন্নয়নমুখী হবে বলে আমার বিশ্বাস। ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। আমি আশা করি, পদকপ্রাপ্তদের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য কর্মচারীরাও জনকল্যাণে এ ধরনের উদ্ভাবনী কাজে এগিয়ে আসবেন এবং জনপ্রত্যাশা পূরণে অবদান রাখবেন।

আমি 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবসে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হবে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। যে-কোনো রাষ্ট্রের সুশাসন ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি দক্ষ ও মেধাবী সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা অপরিহার্য। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং জনসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজন একটি দেশপ্রেমিক জনকল্যাণমূলক প্রশাসন। আধুনিক পাবলিক সার্ভিস নাগরিকদের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়। তাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে সেবা পৌঁছানোর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন করে আসছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান, কঠোর অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সরকারের কর্মচারীগণ আগামী দিনে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবেন। জনসেবার প্রতি অঙ্গীকার বজায় রেখে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি সকলকে আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, জনপ্রশাসন পদক প্রদানের ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনে আরও মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন।

আমি জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ বিজয়ীদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম. পি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৩ জুলাই ২০১৭ প্রথমবারের মতো জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। এ দিবস উপলক্ষে জনপ্রশাসনে সকল কর্মচারীকে অভিনন্দন। ২৩ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপনের পাশাপাশি সরকার ২৩ জুলাইকে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' ঘোষণা করেছে। একই দিন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ প্রদানের আয়োজন করেছে। এ পদক জনসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি যা জনপ্রশাসনে সম্পৃক্ত সকলকে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহী করবে।

জনপ্রশাসনে কর্মরত সকলের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্যই হলো জনসেবা। এ লক্ষ্যে জনগণের নিকট সরকারি সেবা পৌঁছানোর জন্য সময়োপযোগী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রশাসন আন্তরিকভাবে কাজ করছে। সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, শুদ্ধাচার চর্চা, ই-ফাইলিং, সেবা প্রদান সহজীকরণে প্রযুক্তির ব্যবহার, সর্বোপরি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন ও সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা হচ্ছে। উন্নত সেবাদানের জন্য উচ্চতর দক্ষতার বিষয়টি অনস্বীকার্য বলেই জনপ্রশাসন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

একটি উন্নত জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে, সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস আবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনপ্রশাসন পদক প্রদানের ফলে কর্মকর্তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা দায়িত্ব পালনে আরও উৎসাহী হয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখবেন এবং রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

আমি জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ বিজয়ীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জনপ্রশাসন পদক প্রদান অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার নেপথ্যে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

মোহাম্মদ শফিউল আলম

জনপ্রশাসনের বিবর্তন ও বাংলাদেশ

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

ভূমিকা

বিশ্বায়ন ও গণখাতে সেবার বহুরূপ বৃদ্ধি একুশ শতকের জনপ্রশাসনে এনেছে চমকপ্রদ পরিবর্তন। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের পাশাপাশি তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্র ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তাই প্রশাসনের নিকট গণমানুষের প্রত্যাশাও তীব্র হচ্ছে। জনসেবা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রের নানা সংস্কার উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক মহলের যৌক্তিক পরামর্শ ও শর্তারোপ জনপ্রশাসনের রূপান্তর ঘটিয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানী ওয়ারেন বেনিস দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, যুগের প্রয়োজন, প্রথা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তার প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে এবং তা শুধু সে যুগের জন্যই প্রাসঙ্গিক হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমলাতন্ত্র, তার রীতিনীতি ও পদ্ধতি পুনর্গঠিত, পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্নির্মিত হয়।

জনপ্রশাসনের বিবর্তন

২.১ ম্যাক্স ওয়েবারের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত আমলাতন্ত্র উনিশ শতকের শেষাংশে ইংল্যান্ডে চালু হয়। এর সাংগঠনিক কাঠামো ছিল পদসোপান ও মেধাভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা ছিল আমলাতন্ত্রের সদস্যদের অত্যাবশ্যকীয় গুণ এবং বিধিবিধান ছিল তাদের কাছে বেদবাক্য। ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের প্রশাসন ঐ ধাঁচে গড়ে ওঠে। এরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থায়ী, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিধিবিধানের আলোকে পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং জনগণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সেবা লাভ করে। ওয়েবারের মতে, সেনাবাহিনী, সরকারি আইন ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি ক্ষমতা ও রাজনীতির ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য সাম্রাজ্য-রাষ্ট্রে (Empire State) আমলাতান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন ছিল।

২.২ সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে পাবলিক ব্যুরোক্রেসির অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি এবং পুরোনো ধাঁচের এ জনপ্রশাসন সেবা প্রদানে দক্ষতা ও জাতীয় উন্নয়নে কার্যকারিতা হারিয়েছে এমন সমালোচনার মুখোমুখি হয়। এ প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক সংস্কার উদ্যোগে নয়া জনব্যবস্থাপনার (New Public Management বা NPM) ধারণা গত শতকের আশির দশকে চালু হয়। গণপণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানে দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার নীতিমালা জনপ্রশাসনে প্রয়োগের প্রয়াস এই নয়া জনব্যবস্থাপনা। পাবলিক সেক্টরে সেবা আউটসোর্সিং করা এবং ব্যয় হ্রাসের নীতি অবলম্বন করে জনপ্রশাসনের কলেবর সংকোচন এ উদ্যোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওয়েবারিয়ান তত্ত্বের মূল লক্ষ্য ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা; কিন্তু নয়া মডেলের প্রতিপাদ্য হলো উদ্ভাবন ও ক্রম-উন্নয়ন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে নয়া ব্যবস্থাপনার প্রচলন হলেও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় পাবলিক সেক্টর রিফর্ম উদ্যোগের মাধ্যমে অনেক উন্নয়নশীল দেশেও এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। NPM গণখাতে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে; যেমন- নিম্নপর্যায়ে ক্ষমতা অর্পণ, দ্রুত সাড়া প্রদান ও কর্মসম্পাদন কর্মচারীদের মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা ইত্যাদি। এতে সেবার মান-উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৩ বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা নীতির ওপর একক গুরুত্বারোপ, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা দুর্বল করা এবং সর্বোপরি নাগরিকদের চাহিদাকে পাবলিক সেক্টরের মূল লক্ষ্যে পরিণত করতে না পারা NPM মডেলের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ মডেল পৃথক বাস্তবায়নকারী সংস্থা গঠনের মাধ্যমে সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সংহতি বিনষ্ট করে বলেও সমালোচিত হয়। এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকারের সংহতি ও সহযোগিতা সমস্যাকে লক্ষ্য করে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে 'পুরো সরকার' (Whole of Government) ধারণার উন্মেষ ঘটে। নীতি প্রণয়ন, পরিষেবা সৃষ্টি ও বিতরণে নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নীতি প্রণয়ন ও সার্ভিস ডেলিভারির ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নাগরিকদের স্থাপন নয়া জনশাসন (New Public Governance বা NPG) হিসেবে গণ্য হয়। এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন নাগরিকগণ, সরকার নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন অধিক্ষেত্রে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কুশীলবদের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপটে সরকারকে দেখা হলো রাষ্ট্রের নীতিপ্রণয়ন ও সেবা প্রদানে জড়িত অন্যতম কুশীলব হিসেবে, সরকারের একক ভূমিকার ধারণা অপসৃত হলো।

২.৪ নয়া জনপ্রশাসনের ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে নাগরিক, কমিউনিটি ও সুশীল সমাজকে স্থাপন করে অধিকতর সুসংহত সংস্করণ হলো নয়া পাবলিক সার্ভিস (New Public Serivce বা NPS)। এক্ষেত্রে গণকর্মচারীদের মুখ্য ভূমিকা হলো নাগরিক সমাজের মাধ্যমে তাদের চাহিদা সুনির্দিষ্টকরণ ও অর্জনে সহায়তা করা। জনগণ সনাতনী আমলাতান্ত্রিক ধারণায় সেবাপ্রার্থী (Client) কিংবা বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেবার ক্রেতা (Customer) এবং তারা শুধুই গ্রহীতা। কিন্তু গণতান্ত্রিক জনব্যবস্থাপনার এ মডেলের কেন্দ্রে নাগরিকগণ এবং তারা সক্রিয় ও সম্পৃক্ত। নাগরিকগণ সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেন। গণকর্মচারীদের দায়িত্ব হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানে নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থায় সরকার হবে উন্মুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও সংবেদনশীল এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানে সচেষ্ট। নতুন প্রশাসন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় সমন্বয় স্থাপিত হবে।

২.৫ জনপ্রশাসন তার ভূমিকা কেবল জনচাহিদায় দ্রুত সাড়া দেওয়া কিংবা আদেশ পালনের মধ্যে সীমিত রাখবে না; বরং নাগরিক ও নাগরিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবে, নাগরিকদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবে, কোনো সমস্যার বিষয়ে নাগরিকগণ যাতে নিজেরা সহমত পোষণ করেন, তেমন পরিবেশ তৈরি করবে। সর্বোপরি সরকারের কর্মকাণ্ডে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা হবে জনপ্রশাসনের দায়িত্ব। নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিচালনার পরিবর্তে কর্মচারীগণকে নেগোসিয়েশন ও নাগরিকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জটিল সমস্যা সমাধানের নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে।

প্রেক্ষিত : বাংলাদেশ

৩.১ বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যা সনাতনী আমলাতান্ত্রিক ভাবধারায় বিকশিত হয়। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রশাসনকে গণমুখী ও স্বাধীন দেশের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সরকারি কর্মচারীদের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।' বাংলাদেশের জনপ্রশাসন কেমন হবে তার দিকনির্দেশনা এখানে ফুটে উঠেছে।

৩.২ গত শতাব্দীর শেষ দিকে জনপ্রশাসনে বৈশ্বিক পরিবর্তনের যে সূচনা হয় বাংলাদেশের জনপ্রশাসনও তাতে প্রভাবিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিনটন প্রশাসন বাজার অর্থনীতির মূলনীতি প্রয়োগ করে জনপ্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের নেতৃত্বে ১৯৯৩ সালে National Performance Review Taskforce গঠন করে। ঐ টাস্কফোর্স 'Creating a government that works better and costs less' নামে প্রতিবেদন দাখিল করে। এর সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনের ২,৫২,০০০ জনবল হ্রাস পায়, সরকারি বিধি-বিধান প্রায় অর্ধেক কমানো হয় এবং কাস্টমার সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সামগ্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে 'Government That Works: Reforming The Public Sector' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তাতে বেসরকারিকরণ এবং সরকারের কলেবর হ্রাস করার সুপারিশ ছিল। এ ছাড়া ১৯৯৩ সালে ডিএফআইডি-এর সহায়তায় প্রণীত 'Towards Better Government in Bangladesh' এবং ২০০০ সালের Public Administration Reform Commission (PARC)-এর প্রতিবেদন দুটিতেও NPM প্রভাবিত সুপারিশমালা ছিল। তবে বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও বাজারভিত্তিক এ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে গৃহীত হয়নি। সরকার কিছু স্বতন্ত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থা গঠন, শিল্প, ব্যাংকিংসহ কিছু সেবাখাত বেসরকারিকরণ ও কোম্পানিতে রূপান্তর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা ও অলাভজনক সংগঠনের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। সেবার মান উন্নয়ন, কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মচারীদের সংস্কারপন্থি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৩.৩ সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সংস্কার-মনস্ক, দক্ষ ও মানসম্মত করে গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে Managing At The Top (MATT) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডিএফআইডি-এর যৌথ উদ্যোগে এটি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসম্পাদনের মানোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা (Performance Improvement Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সূচনা হয়। কর্মকর্তাগণ নিজেরাই তাদের কাজের ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াস পান।

৩.৪ সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের আরেকটি সংস্কার উদ্যোগ। ২০০৭ সালে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে সকল সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার তৈরি এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ইউএনডিপি-এর সহায়তায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন Civil Service Change Management Project-এর আওতায় অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি অফিসে দৃশ্যমানভাবে অফিসের যাবতীয় সেবা এবং সেবা লাভের প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে প্রদর্শিত আছে এবং সে মোতাবেক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ চার্ট একটি অফিসের কাছে নাগরিকদের সেবাপ্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি। সকল পর্যায়ের অংশীজন বিশেষ করে সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিটিজেন চার্টারকে আরও জনবান্ধব করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

৩.৫ জনসেবা প্রদানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এখন বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সংস্কৃতির অঙ্গ। নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে দ্রুত, সহজ ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদানই জনপ্রশাসনে 'উদ্ভাবন' হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তারা উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত 'গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট' সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানের ফলে ইনোভেশন এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৩.৬ রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে সরকারি কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিভিল সোসাইটি, এনজিও, সামাজিক সংগঠনসহ অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষানীতি, নারী উন্নয়ন নীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন হয়েছে ও হচ্ছে। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নেও জনগণ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের একক ভূমিকার স্থলে নাগরিকদের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৩.৭ অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বিশ্বায়নের প্রভাবে জনপ্রশাসনে সূচিত পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যমে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বের জনপ্রশাসন ও সরকারের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটছে। প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিকতার (Mindset) পরিবর্তনের ফলে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উন্নয়ন হয়েছে। ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব বিন্যাস সত্ত্বেও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র এখন অধিকতর দক্ষ ও দ্রুত সাড়া প্রদানে সক্ষম। আন্তঃবিভাগীয় আদান-প্রদান, সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত হচ্ছে।

উপসংহার

৪.০ সনাতনী আমলাতন্ত্র শিল্পোন্নত বিশ্বে প্রসার লাভ করে এবং আধুনিক শিল্পোন্নত অর্থনীতির সফল সূচনা করে। কালের পরিক্রমায় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের সঙ্গে জনপ্রশাসনেরও পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে। কোনো একজনের পক্ষে এককভাবে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন কেবল কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। একজন নেতার একদল ব্যক্তির প্রয়োজন যাদের তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্র দক্ষতা, নির্ভুলতা, স্পষ্টতা, ঐক্য, ধারাবাহিকতা, ব্যয় এবং সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমের দ্বন্দ্ব হ্রাস ইত্যাদিতে অতীতের অন্য যে-কোনো সময় থেকে অধিকতর কার্যকর। সমসাময়িককালে বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার ও বিশ্বায়নের প্রভাবে সবকিছু এখন উন্মুক্ত এবং অনেক স্বচ্ছ। আধুনিক গণতান্ত্রিক এ রাষ্ট্রে সরকারের কর্মপদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। জনকল্যাণের স্বার্থে সরকারের কাঠামো ও ভূমিকায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণ এবং তাদের মতামতের অন্তর্ভুক্তি এক নবতর সংযোজন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব ও জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে চলেছে। সরকার ও জনগণের সম্মিলিত সাফল্য আমাদের নিয়ে গেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। আর এই নিরন্তর অভিযাত্রা চলছে এবং চলবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত। আমাদের মানসিক অবস্থান, সরকারের অঙ্গীকার, পৃষ্টপোষকতা এবং সমৃদ্ধির পথযাত্রায় আমাদের অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় সত্যিকার অর্থে সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের। ❑

লেখক : সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।